সম্পূর্ণ বিনা খরচে জাপান গমনের নির্দেশনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়

বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

IM Japan アイム・ジャパン

IM Japan (International Manpower Development Organization, Japan).
এটি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, এর প্রধান অফিস টোকিও। সারা জাপানের ১২ টি স্থানে এর শাখা অফিস রয়েছে। এছাড়াও ৪ টি দেশে শাখা অফিস রয়েছে, বাংলাদেশ (বিএমইটিতে), থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনাম।

বিনা খরচে জাপান গমন:

বিএমইটি থেকে জাতীয় সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান করা হয়। শর্তানুযায়ী "টেকনিক্যাল ইন্টার্ন" হিসেবে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য কাজ করতে আগ্রহী প্রার্থীদের www.bmet.gov.bd ওয়েবসাইট-এ খোঁজ রাখতে হবে।

আবেদনের শর্ত সমূহ:

১. প্রার্থীকে নূন্যতম এইচ.এস.সি অথবা এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) পাশ হতে হবে।

২. জাপানী ভাষায় লেভেল N4 পাশ বা জাপানী ভাষায় পর্যাপ্ত দক্ষতা থাকতে হবে।

৩. পুরুষ, মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

৪. উচ্চতা পুরুষদের নূন্যতম ১৬০ সে.মি এবং মহিলাদের নূন্যতম ১৫০ সে.মি. হতে হবে।

৫. ইতিপূর্বে যারা জাপানে কর্মরত ছিলেন তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

বাছাই প্রক্রিয়া:

১. অন লাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রি-ডিসিশনের (সিদ্ধান্ত গ্রহণের) জন্য বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নির্ধারিত তারিখ এবং সময়ে হাজির হওয়ার ম্যাসেজ দেয়া হয়। জাপানী প্রতিনিধিগণ প্রার্থীদের কাছে জাপানের কাজের ক্ষেত্র (কোম্পানী), বাছাই পরীক্ষার বিষয় সমূহ, বেতন, ভাতা, কাজের পরিবেশ, মেয়াদ, জাপানের সংস্কৃতি ও বাছাইয়ের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্রিফিং করে থাকে।

২. ব্রিফিং এর ১মাস পর নির্ধারিত তারিখে প্রার্থীদেরকে বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

৩. পুরুষদের ১৫ মিনিটে ৩ কিলোমিটার ও মহিলাদের ১০ মিনিটে ১.৫ কিলোমিটার দৌড়ানোর শারীরিক কষরত যাচাই করা হয়।

৪. পুরুষদের একটানা ২৫ বার Sit up, ৩৫ বার Push up এবং মহিলাদের একটানা ১৫ বার Sit up, ১৫ বার Push up এর সক্ষমতা থাকতে হয়।

৫. কালার ব্লাইন্ডনেস এবং স্কীন টেষ্ট করা হয়।

৬. সবগুলো ধাপের স্কোর নির্ণয় পূর্বক মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ফলাফলের তালিকা প্রস্তত করা হয়।

৭. প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে IM Japan এর চাহিদা অনুযায়ী ২০ থেকে ৩০ জনের ব্যাচ গঠন করে বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬ মাস "জাপানী ভাষা ও সংস্কৃতি" বিষয়ে "টেকনিক্যাল ইন্টার্ন" হিসেবে সম্পূর্ন রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন দের মূলত কনস্ট্রাকশন এবং ক্লিনিং এর কাজের জন্য জাপানে প্রেরণ করা হয়।

৮. জাপানে "কাসুকাবে ট্রেনিং সেন্টার" এ আবারও ১ মাস "জাপানী ভাষা ও সংস্কৃতি" বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষে টেকনিক্যাল ইন্টার্নদের সেখানকার বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজের জন্য নিয়োগ দেয়া হয় এবং বেতন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

আর্থিক খরচের বিবরন

১. জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন হিসেবে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন অভিবাসন ব্যায় কর্মীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হয় না।

২. প্রশিক্ষনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের কেন্দ্রে থাকার ব্যবস্থা বাবদ কোন খরচ বহন করতে হয় না।

৩. শুধুমাত্র পাসপোর্ট, মেডিকেল পরীক্ষা, বহির্গমন ছাড়পত্র ফি এবং ৬ মাস প্রশিক্ষণকালীন খাওয়া খরচ প্রার্থীকে বহন করতে হয়।

অধ্যক্ষ
বিজিটিটিসি মিরপুর-২
ঢাকা-১২১৬

বিঃ দ্রঃ- কেবল মাত্র জাপানে যাওয়ার জন্য চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীরাই বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে "টেকনিক্যাল ইন্টার্ন" হিসেবে জাপানী ভাষা ও সংস্কৃতির উপর প্রশিক্ষন গ্রহণ করতে পারে।